and lived happily, never again thinking of setting foot on the strange island.

NALININATH GHOSH,
First year class.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার।

(ঘ) উপরিকথিত বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করে তাহারা সকলেই অবিবাহিত, অধ্যাপক বর্গের মধ্যেও অনেকে অবিবাহিত। এ বিষয়টিতেও বিলাতের ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সেখানে এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই যে, বিবাহিত ছাত্রেরা কালেজে অধ্যয়ন করিতে পাইবে না। সে দেশের সামাজিক রীতিই এইরূপ যে, ছাত্রজীবনে যুবকেরা বিবাহ করে না এবং পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত হয় না। প্রাচীন ভারতবর্ষেও এই ব্যবস্থা ছিল; ছাত্রজীবনে যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন এবং পাঠসমাপনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। যে বাল্যবিবাহের আধ্যাত্মিকতা লইয়া আধুনিক হিন্দুরা আজকাল আস্ফালন করেন, তাহা ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা নহে। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজকাল 'বৃদ্ধো বা বৈরাগ্যযুক্তো বা পুত্রকলত্র-নাশভীতোবা' সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী। ছাত্রেরা অধ্যয়নসমাপ্তির পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহক্রিয়া সমাধা করিতেছেন, এরূপ উদাহরণ এ দেশে বিরল নহে। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা যে অধ্যয়নকার্য্যের সহায়তা করে, তাহা বোধ করি কাহাকেও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। জ্ঞানার্জ্জন কঠোর তপস্যা, তদ্গতচিত্ত হইয়া এই ব্রত ধারণ না করিলে, কখনও সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ছাত্রজীবনে মনের সমস্ত শক্তিই বিদ্যাভ্যাসে নিয়োজিত করা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

(ঙ) অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের পক্ষপাতীরা আরও একটা কথা বলেন যে, উক্ত দুই স্থানে কিয়ৎপরিমাণ বিদ্যা ছাত্রগণের উদরস্থ করান বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য নহে, মানুষ-গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহাও একটী প্রভেদ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শারীরিক, মানসিক সমস্ত শক্তির বিকাশে কালেজে প্রদত্ত শিক্ষা সহায়তা করে না। তথাকার

ছাত্রেরা ব্যায়াম, নৌকাচালন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, সভাস্থাপন, দরিদ্রের ও রোগীর সেবা প্রভৃতি নানাকার্য্যে স্ব স্ব শক্তিনিয়োগ করেন,সর্ব্বদা পুস্তকপাঠে রত থাকেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের (Calendar) পঞ্জিকায় অবশ্য এতৎসম্বন্ধে কোনও নিয়ম মুদ্রিত নাই; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে এ সমস্ত কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে হইবে, এরূপ কোনও কায়দা বাঁধাবাঁধি নাই। কিন্তু সেখানকার স্থানমাহাত্ম্যে এ সমস্ত ঘটিয়া থাকে। অথচ দেখা যায়, প্রকৃত বিদ্যালাভ সেখানে যেরূপ ঘটে, নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া পাঠাভ্যাস করিয়াও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সেরূপ ঘটে না। তাহার কারণ,মানসিক সমস্ত শক্তির সম্যক্ বিকাশ না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এ দেশে স্থানে স্থানে এই জাতীয় ছাত্রসভা গঠিত হইতেছে। সেগুলির উন্নতি হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতি হইবে। এ বিষয়ে কালেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা ঔদাস্য অবলম্বন না করেন, আমার এই অনুরোধ।

(চ) অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারূপ প্রভাবের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, সাক্ষাৎ শিক্ষাদানসম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা পরিশেষে বিবেচ্য। উহাদের শিক্ষক শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকশ্রেণীর তুলনা করা যাউক। ঐ দুই স্থানে দুই শ্রেণীর শিক্ষাদাতা আছেন; এক শ্রেণীর নাম Professor বা অধ্যাপক এবং অপরশ্রেণীর নাম Tutor বা শিক্ষক। ইহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকারের। অধ্যাপক কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া বক্তৃতা করেন, ছাত্রবৃন্দ বক্তৃতার মর্ম্ম লিখিয়া লন। অধ্যাপক কোনও পুস্তক বিশেষ পড়ান না, সমগ্র বিষয়টী সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বুদ্ধিবিবেচনা মতে সার কথাগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সাজাইয়া ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ছাত্রদিগকে কখনও কখনও পুস্তক বিশেষ পড়িবার জন্য অনুরোধ করেন। পুস্তক লইয়া তাহার সমুদয় অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের অংশ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন না। কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজে কতকটা এই প্রথা অনুসৃত হয়। তবে সে অবশ্য আসলের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। অধ্যাপক অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষকগণ অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন।

তাঁহাদের কার্য্য দুইটী :—বিষয়বিশেষে বা পুস্তকবিশেষে ছাত্রদিগের যে সব অংশ দুরূহ বোধ হয়, তাহার ভাবার্থ পরিষ্কার করা এবং ছাত্রদিগের নিকট হইতে কায আদায় করা। শিক্ষকেরাও পুস্তকবিশেষ পাঠের জন্য ছাত্রদিগকে অনুরোধ করেন এবং তাহারা প্রকৃতপক্ষে পুস্তক পাঠ করিতেছে কিনা তাহা অবধারণের জন্য প্রশ্নাদি দ্বারা তাহাদের বিদ্যার পরীক্ষা করেন। তাঁহারা ছাত্রদিগকে রীতিমত খাটাইয়া লয়েন এবং ছাত্রেরা স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোনও অংশ বুঝিতে না পারিলে, তখন তাঁহারা সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেন, অথবা অপর কোনও পুস্তকে বরাত দিয়া দেন। সেই পুস্তক পড়িয়া ছাত্রকে ঐ অংশের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে হয়। এই প্রণালীর সারবত্তা অতি সহজেই বুঝা যায়। প্রকৃত শিক্ষা মানসিক শক্তিনিচয়ের বিকাশ। ইংরেজী Education শব্দের অর্থ মানসিক শক্তি সকলকে পরিস্ফুট করা, তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করা। প্রকৃত শিক্ষকের কার্য্য শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির বিকাশে সহায়তা করা। এই জন্যই প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-গুরু (Socrates) সক্রেটিস্ আপনাকে man-midwife অর্থাৎ পুরুষ-ধাত্রী বলিতেন। শিক্ষাদানের বাড়াবাড়ি হইলে, শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তিগুলি চাপা পড়িয়া যায়, সে গুলির পরিপুষ্টি ও পরিণতি হইতে পায় না। শিক্ষক বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক শিক্ষার্থীকে পথ দেখাইয়া চলিবেন, শিক্ষার্থী আপন কায আপন হাতে করিতে শিখিবে, ইহাই হইল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান-প্রথা। এই প্রথাই অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সহিত আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রভেদ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-আখ্য ব্যক্তিগণ না Professor না Tutor ; তাঁহারা বিলাতী প্রণালীতে লেক্‌চার (ধর্ক্তৃতা) দান করেন, অতএব তাঁহারা Professor ; আবার বিলাতী প্রণালীতে কালেভদ্রে Exercise দিয়া ছাত্রদিগের জ্ঞানের মাত্রা অবধারণ করেন, অতএব তাঁহারা Tutor। কিন্তু দুই জাতীয় কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়া, তাঁহারা কোনটীই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। ঈসপের গল্পে পড়িয়াছিলাম, বাদুড় পশুশ্রেণী হইতেও বিতাড়িত হইয়া ছিল

এবং পক্ষীদের দ্বারাও অবজ্ঞাত হইয়াছিল ; সে তখন কোনও শ্রেণীতেই স্থান না পাইয়া অগত্যা একাকী বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমাদের দেশের Professor দিগের অবস্থাও এইরূপ 'ছুয়ের বার'। আমাদের Professor-গণ কোনও একখান পুস্তক ধরিয়া, লেক্‌চার (বক্তৃতা) দেন, বিষয় ধরিয়া নহে। সাহিত্যের অধ্যাপকগণ পাঠ্য পুস্তকের প্রত্যেক পদ ও বাক্য তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন। অবশ্য, এ দোষ সম্পূর্ণ অধ্যাপকগণের নহে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন প্রভৃতি নিয়মই এই অব্যবস্থার জন্য বহু অংশে দায়ী। যাহা হউক এই প্রণালীর ফল এই দাঁড়ায় যে, ছাত্রবর্গ অধিক পরিমাণ সাহায্য পাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের মনোবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহারা আপন পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে না। কার্য্যকালে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায়—যেখানে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন বিশেষ প্রয়োজনীয়—তাহারা বহুল সংখ্যায় অকৃতকার্য্য হয়। কার্য্যকারণপরম্পরা সম্যক্ প্রকারে পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। দ্বিতীয় কথা, ছাত্রেরা যাহা শিক্ষা করিল, তাহা ঠিক অথবা ভুল, তাহা খাঁটী অথবা ঝুটা, ইহা প্রতি পদে পরখ করিবার ব্যবস্থা না করিলে, শিক্ষাদানের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে Exercise প্রথা প্রচলিত আছে; তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিলাতের ন্যায় শিক্ষক সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক শ্রেণীর (tutor) হাতে এই ভার না দিলে, কোনও সুফলের আশা করা যায় না। এই অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারটী সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ছ) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটী প্রধান প্রভেদের বিষয় বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তথায় শিক্ষাদানে নিযুক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যাচর্চ্চায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত শিক্ষক ; অধ্যাপনা কার্য্য ছাড়া অপর কোনও দিকে যাইবার তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র নাই। এই শ্রেণীর লোক অধ্যাপনা গ্রন্থরচনা এবং সময় বিশেষে যাজন কার্য্য, এই তিন প্রকারে মানসিক শক্তি নিয়োজিত করেন ; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকশ্রেণী, হাইকোর্টের জজ বা উকীল, মুন্‌সেফ অথবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার

মধ্যপথে অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ করেন, কেহবা সখের জন্য, কেহবা আপাততঃ সুবিধার জন্য, কেহবা অন্নচিন্তার বশীভূত হইয়া, এ কার্য্যে ব্রতী হয়েন। কেহ কেহ আইন ব্যবসায়ী ও অধ্যাপক এই উভচর মূর্ত্তিতে (amphibious) বিরাজমান। এরূপ অদ্ভুত ও লজ্জাকর দৃশ্য জগতের কোনও সভ্যজাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রথা পূর্ব্বপ্রবন্ধের শেষভাগে যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার ফলে দুইটী অনর্থ ঘটে। ইঁহারা শিক্ষাব্যবসায়ে চিরদিন লিপ্ত থাকিবেন এরূপ কথা কখনও মনে স্থান দেন না, হয়ত মনে মনে এই কার্য্যকে নীচ ও ঘৃণ্য বিবেচনা করেন। এইরূপে তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা হারান এবং দুই নৌকায় পা দেওয়াতে অবলম্বিত কার্য্যে তাদৃশ উৎসাহ অনুরাগ ও সম্পূর্ণতা দেখান না। ইহাতে প্রকৃত শিক্ষাকার্য্যের অমঙ্গল ঘটে। দ্বিতীয় অনর্থ, ছাত্রেরা প্রকৃত জ্ঞানালোচনায় ন্যস্তজীবন বিদ্বন্মণ্ডলীকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে, ইঁহাদিগকে সেরূপ করে না। তাহারা বুঝে যে, ইঁহারা প্রকৃত জ্ঞান-লিপ্সু নহেন, কাযেই তাহারাও জ্ঞানলিপ্সা অপেক্ষা অর্থ, সম্ভ্রম, পদ প্রতিপত্তিকে সারবস্তু মনে করিয়া লয় এবং বিদ্যাচর্চ্চা কেবল ঐ সমস্ত চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির সোপান স্বরূপ (Stepping-stone) মনে করিয়া লয়। ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভের পথে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—জ্ঞানালোচনায় নিবিষ্টমনা একদল ব্রাহ্মণ সৃষ্টি না হইলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতি ঘটিতে পারে না। বিলাতী প্রাচীন কালের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধনে সতত তৎপর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা Fellowগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষেও বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মে আবেশিতচিত্ত, পূতচরিত্র ব্রাহ্মণগণ সমাজের গৌরবস্থল হইয়াছিলেন। যদি আধুনিক ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষার প্রচলন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতবর্ষের তথা প্রাচীন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মহান্ পবিত্র আদর্শ লইয়া কার্য্যারম্ভ না করিলে ভাবী মঙ্গলের আশা নাই।

L. K. B.